২

তারিখ 24 OCT 1995 পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

ঘন ঘন হরতাল ঃ ৫৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা অনিশ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিরোধীদলের ঘন ঘন হরতালের ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। ৩২ ও ৯৬ ঘন্টা হরতালের পর আবার সপ্তাহব্যাপী হরতাল আহবান করায় আতঙ্কিত ও বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছেন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্স, অনার্স ও স্নাতকসহ দেশের হাই স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুলের ৫৭ লাখ পরীক্ষার্থী দারুণ উদ্বেগ আর উৎকন্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। তারা ক্ষোভ, উদ্বেগ এবং হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত পদ্ধতিতে জুলাই থেকে ডিসেম্বর হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় অর্ধবার্ষিক ও ফাইনাল পরীক্ষা। অথচ এই সময়ে বার বার হরতাল-অবরোধ ও ঘেরাও কর্মসূচীর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। পরীক্ষা প্রস্তুতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে ক্লাস রুটিন ও পরীক্ষার সময়সূচী।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি বিষয়ে অনার্স পরীক্ষা গতকাল সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। মাষ্টার্স পরীক্ষা শুরু হবে আগামীকাল থেকে। জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রকৌশল, কৃষি, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও শুরু হবে এ মাসেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে প্রায় ৫৩ হাজার এবং মাষ্টার্সে ২৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় দেড় লাখ ছাত্র-ছাত্রীর বিএ, বিএসসি ও বিকম পরীক্ষা শুরু হবে ২৩ নবেম্বর থেকে। এ ছাড়া আগামী এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক টেষ্ট পরীক্ষাও শুরু হচ্ছে নবেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। এই টেষ্ট পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ছাত্র-ছাত্রী। স্কুল পর্যায়ের অন্যান্য

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঘন ঘন হরতাল ঃ ৫৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা অনিশ্চিত

পরীক্ষাও একই সময়ে শুরু হতে যাচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দেশে প্রায় ২১ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রাইমারী স্কুল ও কেজি স্কুলেও এ মাসের শেষ থেকে নবেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা চলবে। এসব ক্লাসেও অংশ নেবে প্রায় ২৮ লাখ শিশু কিশোর। এ ছাড়া মেডিক্যাল ডিপ্লোমাসহ দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নবেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। ভার্সিটি থেকে স্কুল পর্যন্ত ৫৭ লাখেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা হরতালের কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশের স্কুল-কলেজগুলো ইতিমধ্যেই পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করে দারুণ বিপাকে পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজধানীর নামকরা স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা দারুণ হতাশা ও উৎকন্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকে বলেছেন, পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা পরবর্তী কোন বছর এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়নি। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজনীতির নামে আজ যা ঘটছে তাতে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, বিরোধীদলের দেয়া সময়সূচীর মধ্যে পরীক্ষা শেষ করা অবাস্তব ও অসম্ভব। ঐ সময়ের মধ্যে কোনভাবেই স্কুলের পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব নয়- কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতো নয়ই।

বিরোধীদলের ঘন ঘন হরতাল কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা হতাশা, উদ্বেগ আর উৎকন্ঠার মধ্যে পড়ে দিনাতিপাত করছে। এমন অবস্থায় কেউই ভালভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারেনি বলে জানিয়েছেন। তারা রাজনীতির নামে হরতাল কর্মসূচী পরিহার করার দাবীও জানিয়েছে। সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছেন তাদের প্রায় সকলেই হরতালের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আলাপ হলো বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের সঙ্গে। দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে অনেকেই বললেন, হরতালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থেকে শুরু করে ফাইনাল পরীক্ষা সবই মারাত্মকভাবে এ্যাফেক্ট করেছে। তাঁরা বলেন, জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৮/৯টি হরতাল হওয়ায় ভর্তি ও পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটেছে। জুন-জুলাই মাসে হরতাল ও অবরোধে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবার ফাইনাল পরীক্ষার বেলাতে হরতাল হচ্ছে। সারাবছর কমবেশী লেখাপড়ার পর ছেলে-মেয়েরা যদি পরীক্ষা দিতে না পারে, তবে তার জীবনের এই ক্ষতির জন্য কে দায়ী থাকবে?